# অধিকারভিত্তিক এপ্রোচের সমন্বয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা: কোস্ট ট্রাস্টের একটি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন উদ্যোগ

ক্ষুদ্রঋণ এবং অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ: বাজার মৌলবাদের বিরুদ্ধে একটি মানবিক প্রত্যুত্তর

## পটভূমি

বস্তত: কোস্ট একটি গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কাজ শুরু করলেও সংগঠনটি ভোলা দ্বীপে ১৯৮৪ সাল থেকে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক এনজিওর ই প্রকল্পের জাতীয় রুপান্তর। কোস্ট বর্তমানে ৯৭৬১০টি দরিদ্র পরিবারে ৩৬.৬৮ কোটি টাকা ঘুর্ণয়মান ঋণ তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংস্থার বার্ষিক পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫.১২ কোটি টাকা এবং সংস্থার বর্তমান স্থায়ী সম্পদের পরিমান ১.৫৪ কোটি টাকা। কোস্ট তার ব্যবস্থাপনায় সবসময় একটি যৌক্তিক আদর্শমান বজায় রেখে চলে যার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অংশগ্রহন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা উল্লেখযোগ্য। এটি ব্যবহারিক পর্যায়ে যেমন তেমনি নীতি পর্যায়েও সমানভাবে অনুসরণ করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে সংস্থার সকল তথ্য নিজস্ব ওয়েব সাইটে (www.coastbd.org) প্রকাশিত আছে। জনসংগঠন তৈরী ও তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে তার অধিকার আদায়ে দাবী উত্মাপনের জন্য সক্ষমতা তৈরী করা এবং সরকার প্রচলিত আইনগতভাবে প্রাপ্য সেবাসমূহে সহজ অভিগম্যতার জন্য সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায়ে একটি জবাবদিহিতা ও দায়িত্বপুর্ণ ব্যবস্থা তৈরীর জন্য কোস্ট তার নীতিমালাকে পুনরায় সংগঠিত করেছে যাতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে অধিকার ভিত্তিক এপ্রোচ (Rights Based Approach-RBA) সমন্বিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির ব্যয় একটি প্রগতিশীল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অর্জিত উদ্বৃত্ত থেকে নির্বাহ করা হয়। সেই সাথে ঐ আয় থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও স্থায়িত্বশীলভাবে চালু করা হয়েছে। আরো রয়েছে স্থায়িত্বশীল ভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত আইনগত সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল। এই রচনাটি মূলতঃ আমাদের ঐ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে স্থায়িত্বশীলতা ও RBA প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের একটি চিত্র বৈকি।

## উন্নয়নকে আমরা কিভাবে দেখি: এটা কি শুধু প্রাচুর্যের স্ফীতি না মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করা

এই ক্ষেত্রে আমাদের দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। উন্নয়ন উদ্যোগ তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ১) উন্নয়ন মানে কেবল আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করাকেই বোঝায় না। কেননা এই ধরনের পদ্ধতি মানুষের সম্মানকে যেমন প্রাধান্য দেয় না তেমনি সংবিধান অনুসারে মানুষের অধিকারও নিশ্চিত করে না। সাধারণ মানুষকে অবশ্যই এদের অধিকার এবং প্রাপ্য দাবী সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সর্বোপরি তা আদায়ে সামর্থ হতে হবে। ২) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুধুমাত্র মুনাফা তৈরীর জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে না, যা তথাকথিত বাজার মৌলবাদীরা 'মুক্ত বাজার অর্থনীতির' দোহাই দিয়ে বলে থাকেন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মুক্ত বাজার অর্থনীতির সম্পূরক কোন অনুষঙ্গ হওয়া উচিৎ নয় বরং এটি সমাজ ও মানুষের সার্বিক সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য সহায়ক হবে এবং ৩) কোন উন্নয়ন কর্মসূচিই দীর্ঘদিনের জন্য শুধুমাত্র দাতা সংস্থার উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। আর্থিক নির্ভরশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত নির্ভরশীলতাও বাড়িয়ে দেয় যা উৎপাদনশীলতায় বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। তাই কোন সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম তখনই একটি আদর্শ কর্মসূচি হবে যখন তা অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সদস্যদের মৌলিক অধিকার আদায় ও ব্যক্তি মর্যদাকে বাড়াতে সাহায্য করবে। উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে কোস্ট ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে RBA কে সম্পৃক্ত করে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে। ১) সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থার সাথে মানবাধিকার ও উপকারভোগীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে; ২) অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচি বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে এ সম্পর্কিত RBA কর্মসূচির উপাদান সমূহ সম্পৃক্ত করা। ফলশ্রুতিতে গরীব মানুষ তাদের আইনগত অধিকারসমূহ এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার গুরুত্ব অনুভব করবে যা প্রকারন্তরে তার উপার্জন বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে।

## সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অধিকার ভিত্তিক এপ্রোচ

আমরা বিশ্বাস করি, কোস্ট একটি গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে তার কর্মকান্ড পরিচালনা করছে তাই সাধারণ মানুষের কাছে যে কোন বিষয়ে জবাবদিহি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ বা তাদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে কোস্ট নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৈরীকৃত দুটো মূল্যবোধের উপর সংস্থা সহকর্মীদের প্রশিক্ষিত করে। মূল্যবোধ দুটো হলো ১) সিদ্ধান্ত গ্রহণে মত প্রকাশের অধিকার -'আমরা মনে করি যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন এবং যিনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন বা যিনি সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হবেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উভয়েরই এই বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে'।

২) আচরণ এবং জবাদিহিতা - 'আমরা সবার সাথে সব সময় ভালো আচরণ করবো কিন্তু সংগঠনের স্বার্থ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নীতিতে অটুট থাকবো। একটি গণকেন্দ্রীক সংস্থা হিসাবে যেকোন সময় যে কারো কাছে যে কোন বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না'। এরই আলোকে ক) আমরা একটি তথ্য অধিকার নীতিমালা তৈরী করেছি, যেখানে কর্মীর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া সংস্থার অন্য সকল তথ্য প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। খ) সংস্থার অভ্যন্তরীণ যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে যে কোন পর্যায়ে যে কোন সময়ে যোগাযোগ করাকে আমরা সবসময় উৎসাহিত করি। এজন্য বোর্ড সদস্য সহ সকল সহকর্মীর মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা আমাদের ডায়েরী ও ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা আছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল উপকারভোগীর পাশ বই এর পেছনে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ নির্বাহী পরিচালকের মোবাইল নাম্বার দেয়া আছে, যাতে সদস্যরা সরাসরি যে কোন বিষয়ে কর্মকর্তা এমনকি নির্বাহী পরিচালকের সাথেও কথা বলতে পারে। ৩) আমরা একটি অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ নীতিমালা তৈরী করেছি। সংস্থার সকল সহকর্মী ও উপকারভোগীদেরও এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

আমরা এমন একটি বার্ষিক সভাসূচি তৈরী করি যাতে যে কোন পর্যায়ের যে কোন সহকর্মী সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মত প্রকাশ করতে পারে। বোর্ড অব ট্রাষ্টি সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক এবং নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের অধিনে থেকে কাজ করেন। বোর্ডের পক্ষে চেয়্যারম্যান নির্বাহী পরিচালককে তত্ত্বাবধান করেন। বছরে চারবার বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড মিটিংসহ অন্যান্য সকল মিটিং-এর কার্যবিবরণী সব সময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সংস্থার সকল নীতিমালাই ছাপানো রয়েছে যার ফলে সহকর্মীরা খুব সহজেই তা ব্যবহার করতে পারে। সংস্থার সকল বিভাগ ও অঞ্চলসমূহ নিয়মিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করে। এছাড়াও যে কোন প্রকল্প তৈরী, বাস্তবায়ন ও পুণঃ মূল্যায়নের সময় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

## অধিকারভিত্তিক কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা ও তার ৫টি পদ্ধতি

১৯৯৫ সাল থেকেই আমরা মৌলিক কর্মসূচির ধারা প্রবর্তন করেছি। এর মূল বিষয় হল - আমরা এমন কোন কর্মসূচি বা সেবা প্রদান করবো না যা গরিব মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার স্থানীয়ভাবে দিয়ে থাকে। এই ধরনের কর্মসূচি বা সেবার উপর সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার থাকে। আমরা বরং উপকারভোগীদের এমনভাবে সচেতন ও সহায়তা করবো যেন তারা স্থানীয় সরকার থেকে তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষমতা অর্জন করে। স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতিকরণ ও তাদের সেবাসমূহ আদায়ে তৃণমূল পর্যায়ে গরিব মানুষকে আমরা সব সময় সংগঠিত করবো। একটি প্রগতিশীল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয় থেকেই মৌলিক কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহ করা হবে। অমৌলিক কর্মসূচিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দাতা নির্ভর। সংস্থার কাঠামো এমনভাবে নির্মিত যেখানে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি ভিত্তিক পৃথক কর্মী থাকলেও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করা হয়। অমৌলিক কর্মসূচিসমূহ বন্ধ বা দাতা সংস্থা সাহায্য প্রত্যাহার করে নিলেও কর্মীদের যথাসম্ভব মৌলিক কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়।

*নীতি এ্যাডভোকেসীতে স্থানীয় ও জাতীয় সংযোগ*

## ভূমিহীনদের মাধ্যমে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, ৩০.৫ লক্ষ গরিব মানুষ তাদের জীবনকে নতুনভাবে ফিরে পেতে পারে

১৯৯৬-৯৮ সালে সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি ছিল নদী ভাঙ্গনের কারণে ভূমিহীনদের (বিশেষত গরিব মানুষ) মাধ্যমে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের

রক্ষনাবেক্ষণ করা। প্রকল্পটির মূল বিষয়বস্তু ছিল বেড়িবাঁধের পাশে যে সকল ভূমিহীন আছে তাদেরকে বেড়িবাঁধের নিচে বসবাস করতে দেয়া হবে বিনিময়ে তারা বাঁধের নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ করবে। স্বল্পব্যয়ে এই পদ্ধতিতে বাঁধ রক্ষনাবেক্ষণ সম্ভব (পূর্বে এক কিলোমিটার বাঁধ রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় হতো ১৭০০০ টাকা এই প্রকল্পের ফলে এটি ১৭০০ টাকায় নেমে আসে)। এর ফলে সরকারের খরচ কমানোর পাশাপাশি গরিব মানুষ ও তার আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ৪৮০টি পরিবারকে ৩৭২ একর জমি প্রদানের মাধ্যমে পূণর্বাসিত করা হয়েছে। এই ভূমিহীনদের অধিকার আদায় নিশ্চিত করতে গিয়ে কোস্টের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রতিরোধ মোকাবেলা এমনকি আইনি লড়াই পর্যন্ত করতে হয়েছে। মালেক ব্যাপারী সে সকল ভূমিহীনদের একজন যে তজুমুদ্দিন উপজেলা থেকে এসেছে এবং ১৯৯৬ সালে প্রকল্পের আওতায় ১.৫ একর জমি পেয়েছে। ২০১০ সালের মার্চ মাসে জনাব ব্যাপারী আমাদেরকে জানান ঐ জমির পাশে আমি একটি পুকুর পেয়েছি যাতে মাছ চাষ করে আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করতে পেরেছি। আমি কোস্টের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের একটি সমিতির সাথে জড়িত ছিলাম যেখানে সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহনের সুবিধা ছিল। শুরুর দিকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা জমি অধিগ্রহণে আমাদেরকে বাধা দিতে চাইলেও কোস্টের সাহায্য নিয়ে খুব দ্রুতই আমরা সে বাধা অতিক্রম করি। এছাড়াও আমাদের একতা ও জনসংগঠন জমি অধিগ্রহণকে তরান্বীত করেছে। এখনো আমরা খুবই সংঘবদ্ধ অবস্থায় আছি এবং জমির উপর আমাদের অধিকার নিশ্চিত করতে যে কোন বাধা মোকাবেলা করতে সক্ষম। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করছি এবং বাধ রক্ষনাবেক্ষণের কাজও করছি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে কোস্ট প্রশিকার IDPAA বিভাগের সহযোগিতায় ঢাকায় ১৯৯৭ তে এ্যাডভোকেসী সেমিনার করে। ফলশ্রুতিতে সরকার তার পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় এই তত্ত্বকে অন্তর্ভূক্ত করে। জরীপে দেখা গেছে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ আছে। যদি এই ধারনার সফল প্রয়োগ করা যায় তাহলে ১৯৯টি উপকূলীয় উপজেলার ৩০.৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে পূণর্বাসিত করা সম্ভব হবে। যারা বর্তমানে ঐ বেড়িবাঁধের পাশেই বসবাস করছে। এটি এমন একটি উদাহরণ যা স্থানীয় পর্যায়ের একটি ইস্যুকে জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী করার মাধ্যমে সরকার তার নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে।

*কার্যকর শিক্ষণগুলোর পারস্পরিক বিনিময়*

## তৃণমুল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও সাংগঠনিক দক্ষতার কাহিনী

জনসংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক সমাবেশীকরণ বা তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা প্রতি বছর জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে জনসংগঠনের নেত্রীদের বিভিন্ন সাফল্য গাঁথার সংকলন তৈরী করি। সংস্থার ভিতরে কিংবা বাইরে থেকে অর্জিত শিক্ষণ আলোকপাত করাই এর মুল উদ্দেশ্য। কর্ম এলাকার ২৩জন তৃণমুল পর্যায়ের নেত্রীর অধিকার আদায়ের সাফল্য গাঁথা নিয়েই তৈরী হয়েছে *'ওরা আসছে'*। তাছাড়া *'তৃণমুলে আন্দোলন'* শীর্ষক আরেকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে রয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইস্যুভিত্তিক সমাবেশীকরণ। এ দুটো সংকলন প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ২০০৪ সালে।

চলতি ২০১০ সালে একই রকম আরো দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। আমরা নিয়মিতই এই ধরনের কেস স্টাডি প্রকাশ করছি। বিশেষ করে ১) এসিড নিক্ষেপের শিকার লালমোহনের রওশনআরা ও আসামীদের সাজাপ্রাপ্তি ২) কক্সবাজারে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সমাজের আন্দোলনের মাধ্যমে পাহাড়কাটা বন্ধ করা ৩) জেলা পর্যায়ে মানবাধিকারের চিত্র প্রকাশ ৪) এমভি নাসরিন ট্রাজেডি এবং নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন জোট। তাছাড়া আরো কিছু আন্দোলনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে গণমাধ্যমে সাইক্লোন আইলা, ঘুর্ণিঝড় প্রতিরোধক বাড়ির ছাদ ও সাইক্লোন শেল্টার প্রস্তুত করা, ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। আমরা এগুলোর প্রকাশ করি, যাতে অন্যরা এগুলো পড়ে নিজেরাও এ ধরনের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

### (১) বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো হিসাবে জনসংগঠন

আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামো দরিদ্র মানুষের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে সহযোগী নয়। তাই আমরা চেষ্টা করছি এমন একটি বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো বিনির্মাণের যেখানে সংস্থার জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তৃণমূল থেকে গরিব মানুষের প্রতিনিধিও থাকবে। এই বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর পরিপূরক হিসাবে এবং স্থানীয় সম্পদ বন্টণে ও ব্যবহারে গরিব মানুষের পক্ষে কাজ করবে।

### (২) আইনগত অধিকার এবং সম্পদের চাহিদা আদায়ের মধ্যস্থতাকারী

গরিব মানুষকে আমরা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত অধিকার আদায়ে সচেতন করি। তারা যেন স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারে সেই জন্য তৃণমূল পর্যায়ে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমরা সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করি। এটি মূলত রাষ্ট্রের নীতিমালা ও বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করবে। এটা করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ বা স্তরে স্তরে প্রতিনিধিত্বশীল জনসংগঠন ও তার নেতৃত্বের কাঠামো গণতান্ত্রিক উপায়ে তৈরীতে সহায়তা করে থাকি। আমরা মনে করি যে, এভাবে তৃণমূল থেকে একটি জবাবদিহিমূলক ও দায়বদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরী হবে।

### (৩) গরিব মানুষের নেতৃত্বের বিকাশ ও তাদের অভিগম্যতা লাভ সহজীকরণ

বিকল্প ক্ষমতা গঠনের মাধ্যমে গরিব মানুষের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো এবং স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামো সমূহে তাদের অভিগম্যতা লাভে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

### (৪) নাগরিক সমাজের জোট এবং ইস্যুভিত্তিক সমাবেশীকরণ

বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক দল এবং নেতা-নেত্রীরা সাধারণ মানুষের স্বার্থকে খুব কমই প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই আমরা এমন একটি দলবিহীন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নাগরিক সমাজ গড়তে চাই যারা অধিকার আদায়, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। স্থানীয় জনসংগঠন ও নাগরিক সমাজ মিলে এমন একটি জোট তৈরী করতে চাই যারা ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন আন্দোলনকে সংগঠিত করবে যে আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও রাষ্ট্রের নিয়ামকদের আচরণগত পরিবর্তন যেমন হবে তেমনি রাষ্ট্রের নীতিও পরিবর্তন হবে।

*আইনি সহায়তার জন্য তহবিল গঠন*

## নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্থায়ীত্বশীল কর্মসূচি

উপকূলীয় দূর্গম দ্বীপাঞ্চলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যক্রম যথেষ্ট ভাবে পৌছে নাই। যদিও এসব দূর্গম অঞ্চলে আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ড রয়েছে। এ ধরনের দূর্গম দ্বীপাঞ্চলে নারী নির্যাতনের হার বেশী। এ জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের রয়েছে সচেতনতামূলক কর্মসূচি। কিন্তু এটিকে চলমান রাখা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সাধারণ গরিব মানুষ আইনি পর্যায়ে টাকা খরচ করার সামর্থ রাখেনা তারা বড় জোর মামলাটুকুই করতে পারে। অন্যদিকে এই কর্মসূচির জন্য যদি কোন দাতাসংস্থার আংশিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকে তাও সেটি স্থায়িত্বশীল হতে পারে না এবং নারী নির্যাতন হ্রাসের নিশ্চয়তা দিতে পারেনা। ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয়ের একটি অংশ দিয়ে সংস্থাটি তার আইনি সহায়তা তহবিল গঠন করেছে।

এই তহবিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে গরিব মানুষ কে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়। এই জন্য আমরা একটি নীতিমালা তৈরী করেছি যেখানে তিন ধরনের নারী নির্যাতনের বিষয়ে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়। সেগুলো হলো ১) এসিড নিক্ষেপ ২) ধর্ষণ ৩) সংখ্যালঘু নির্যাতন। এ বিষয়ে লিখিত প্রজ্ঞাপন জারি করা আছে। কর্ম এলাকায় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে কোস্টের সহকর্মী আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মামলা করবে এবং তাকে আইনি সহায়তা দিবে। মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত এটিকে নিবিড়ভাবে পরীবিক্ষণ করা হয়। কোস্ট এ পর্যন্ত ১৬টি মামলায় আইনি সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে আদালত ৩টি মামলায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে রায় দিয়েছে যা একটি উজ্বল উদাহরণ।

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার চরউমেদের নজীর আহম্মেদের স্ত্রী রওশন আরা বেগম (৫৮) এ রকমই একটি নির্যাতনের শিকার (এসিড নিক্ষেপ)। রওশন আরা কোস্টের আইনি সহায়তা পেয়েছে এবং মামলায় জয়লাভ করেছে। বিজ্ঞ আদালত ৭জন আসামীকে ১৪ বছরের কারাদন্ড এবং ২০,০০০ টাকা জরিমানা করেছে। বর্তমানে রওশন আরা কোস্টের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়ে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে।

### (৫) নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য উচ্চ পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী

উপরোক্ত চারটি কর্মপরিকল্পনাগুলো তৃণমূলে আমাদের অধিকার ভিত্তিক এপ্রোচ সমন্বিতকরণের কাজ। আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নীতি পরিবর্তনের জন্য এ্যাডভোকেসী করি। এর জন্য কয়েকটি নেটওয়ার্ক আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি। যেমন, BNNRC, EquityBD। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু নেটওর্য়াকের সাথে আমরা সক্রিয় সদস্য হিসাবে জড়িত। যেমন CAMPE, INAFI, FANSA, SAAPE, ICVA, LDC Watch, Jubilee South, CIVICUS, HAPI, ADRRN, APRN। জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসীর মধ্যে PRSP প্রণয়নে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা, জলবায়ু তহবিল, ভিসা মুক্ত দক্ষিণ এশিয়া এবং দেনা বাতিলকরণ উল্লেখযোগ্য। এ্যাডভোকেসীর পাশাপাশি সরকারের ভাল কাজের জন্যও আমরা প্রশংসা করি এবং সরকারকে সহযোগিতার কাজে জড়িত হই।

## প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

কোস্ট ২০০২ সাল থেকে ভোলা জেলার দূরবর্তী দ্বীপসমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করে। যেহেতু চরাঞ্চলে কোন ডাক্তার বা সহকারী ডাক্তার যেতে চায় না তাই কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুরুতেই আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় শিক্ষিত মহিলাদের এর সাথে সম্পৃক্ত করা। কর্মএলাকার নির্বাচিত শিক্ষিত মহিলাকে গণস্বাস্থ্য (সাভার, ঢাকা) কেন্দ্র থেকে ৯ মাসের একটি প্রশিক্ষণপর্ব শেষে প্যারামেডিক্স হিসাবে সংস্থায় নিয়োগ দেয়া হয়। শুরুতে শুধুমাত্র ভোলা জেলার দ্বীপাঞ্চলে এই কর্মসূচি থাকলেও পরবর্তীতে ২০০৭ সালে কক্সবাজার জেলার দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে ১৫ জন প্যারামেডিক্স ও দুজন তত্ত্বাবধায়কের নিবিঢ় তত্ত্বাবধানে কোন দাতাসংস্থার সাহায্য ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উদ্বৃত্ত আয় দিয়ে এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন চলছে। প্রায় ২৭০০০ উপকূলীয় দরিদ্র পরিবার এই কর্মসূচির সরাসরি সেবা পাচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় যে সকল সেবা দেওয়া হয় তার মধ্যে ১) সমিতিতে উন্নয়ন শিক্ষার লেসনের সাথে সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা ২) গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা প্রদান করা ৩) পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতির উপকরণ সরবারাহ করা ৪) স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কর্মএলাকায় ২৫ জন প্রশিক্ষিত ধাতৃমাতা কাজ করছেন যাদেরকে সংস্থা বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষিত করেছে।

এভাবে চিন্তা, কাজ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থায়ীত্বশীল মানব উন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসাবে কোস্ট তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অধিকার আদায় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বিত করেছে। এটা আমাদের দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে শিখেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এর মাধ্যমে বাজার মৌলবাদীদের দর্শন বা শুধু মুনাফা অর্জন থেকে সংস্থা বেরিয়ে আসতে পারছে।

## আয় নিঃসরণ কমানো ও আয় উৎপাদন/ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে স্থায়িত্বশীল উদ্যোগ

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, গরিব মানুষের আয় নিঃসরণের প্রধান খাত হচ্ছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়। মৌলিকভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেই গ্রামের গরিব মানুষের অভিগম্যতা জোরদার করা উচিত। জনসংগঠন ও চাহিদা আদায়ে মধ্যস্থতা করে এ ক্ষেত্রে আমাদের নিবিড় কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু তথাপি উপকূলীয় অঞ্চলে এখনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অপ্রতুলতার কারণে আমাদের নিজস্ব প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

একইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, আয় বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ানোর  জন্য গরিব মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির নতুন ও লাগসই প্রযুক্তির অবতারণার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর এমএফটিএস (মাইক্রো ফাইনান্স টেকনিক্যাল সাপোর্ট) প্রকল্প, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিএফআইডি প্রকল্প আমাদেরকে কিছু অভিজ্ঞতা ও মডেল দিয়ে সহায়তা করেছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি কর্মসূচির (প্রোগ্রাম কম্পোনেন্ট) ব্যয় ক্ষুদ্রঋণের আয় থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে।

### (১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি:

গ্রামে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে থাকবে এমন একজন শিক্ষিত মহিলাকে ৯ মাসের প্যারামেডিক্স প্রশিক্ষণ দেবার পর তাকে তার নিজ এলাকায় আমাদের শাখায় নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত প্যারামেডিক্স প্রতিদিন সকালে চিহ্নিত গর্ভবতী মাকে অকুস্থলে পরিদর্শন করে সেবা দিয়ে থাকে, তার পর সে একটি দলে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা দিয়ে থাকে। দুপুরের পর সে শাখা অফিসে বসে আগত গরিব মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। শাখা পর্যায়ে কিছু জরুরী ঔষধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রির জন্য সবসময় মজুত রাখা হয়। রক্তসহ অন্যান্য কিছু পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতিও মজুত থাকে। এছাড়া উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্বল্প খরচে জরুরী রোগী পরিবহনের জন্য আমাদের ওয়াটার এম্বুলেন্স বা যন্ত্রচালিত নৌকাও প্রস্তুত থাকে। এ পর্যত ১৫টি দূরবর্তী শাখায় ১৭জন কর্মীর মাধ্যমে ৩৪% দলীয় সদস্যদের এই সেবা দেয়া হচ্ছে। ২০১৫ বা তার আগে ১০০% সদস্যদের এই সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

## স্থায়িত্বশীল দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল

কোস্ট যেহেতু উপকূলী এলাকায় কাজ করে সেহেতু একে অবশ্যই সবসময় দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা দিয়ে যেতে হবে। এবং এটা অত্যত দ্রুততার সাথে করতে হবে, দাতা সংস্থার সহযোগিতার অবশ্যই দরকার আছে, কিন্তু তার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ভর করা ঠিক হবেনা। এরই প্রেক্ষিতে গোড়া থেকেই কোস্ট তার ক্ষুদ্র ঋণের আয়ের ০.৫% দিয়ে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করেছে। ২০০১ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাইক্লোন পরবর্তী সহায়তা প্রদান, নৌকা ডুবির পর পাশ্ববর্তী দেশে আশ্রয় বা জেলে বন্ধী জেলেদের উদ্ধার, সাইক্লোন পরবর্তী নিখোঁজ জেলেদের খোঁজ নেওয়া, দেশে ফিরিয়ে আনা, এমভি নাসরিন ও কোকো-৪ লঞ্চ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা, লাশ দাফন, সর্বশান্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা কাজে এ তহবিলের ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বশেষ সিডর ও আইলা সাইক্লোনের পর এ খাতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। বর্তমানে এই তহবিলে প্রায় ২৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মজুত রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন ও অন্যান্য দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ায় আমরা এই তহবিলকে আরো দ্রুত বৃদ্ধি করার তাগিদ অনুভব করছি।

### (২) উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (Coastal Integrated Technology Extension Program)

আমরা পূর্বেই বলেছি, পিকেএসএফ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিএনআরসি এবং ডিএফআইডি প্রকল্প আমাদেরকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মডেল দিয়েছে। লাগসই পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন, উন্নত বীজ ও পদ্ধতিতে ছাগল ও গরু পালন, বাস্তুভিটায় পুষ্টি ও আয় উৎপাদনমূলক চাষাবাদ, স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে শুটকি উৎপাদন, লাগসই ভিত্তিতে ১২টি কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণ এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান উপজীব্য। মৎস্য চাষের এক্ষেত্রে উপযুক্ত মডেল নির্মাণের জন্য আমরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে দুটি জেলায় আমাদের নিজস্ব জায়গায় মুরগির বাচ্চা উৎপাদনসহ দুটি উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি কর্মসূচি কেন্দ্র রয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে ৫০টি শাখায় ২২জন কর্মীর মাধ্যমে ৩৬% সমস্যদের সেবা প্রদান করছি। ২০১৫ সাল বা তার আগে আমরা এ সেবাসমূহ ১০০% সদস্যদের মধ্যে প্রদানের পরিকল্পনা করেছি।

## উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি

২০০৪ সাল থেকে কোস্ট ভোলা জেলার ১৪টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান করা শুরু করে মুলত: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের এমএফটিএস প্রকল্পের সহায়তায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। কর্মসূচির ব্যাপক সাফল্য ২০০৮ সালে আমাদেরকে কক্সবাজার এলাকায় এর কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে সম্প্রসারণ করতে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তীতে নোয়াখালী ও অন্যান্য এলাকায়ও এই কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে  সংস্থার সকল অঞ্চলের সকল শাখায় বিশেষ করে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান কর্মসূচি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ২২জন কর্মী এবং ২জন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে যারা এ বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। এছাড়াও প্রদর্শনীর জন্য ৫টি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে উপকারভোগীরা এ বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। বাস্তবায়িত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - গরু পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, উন্নত জাতের গরু পালন, কৃত্রিম প্রজনন, পাঁঠা পালন, উর্বর ডিম, মডেল ব্রিডার, মিনি হ্যাচারী, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, টিকা দান ইত্যাদি। এছাড়াও কৃষিতে ১২টি বিশেষ কিছু কর্মসূচি আছে - এলসিসি (লিফ কালার চার্ট), সেক্স ফেরোমোন, পোরাস পাইপ, ভার্মি কম্পোস্ট, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপকারভোগীদের বিশেষ বিশেষ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রায় সত্তর শতাংশ ঋণই প্রাণী সম্পদখাতে বিনিয়োজিত।


participates in survival strategies of coastal poor

COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

যোগাযোগ:

কোস্ট, বাড়ি ৯/৪, রোড ২,  শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫

ই-মেইল : reza@coastbd.org, info@coastbd.org

ওয়েব: www.coastbd.org